দামুড়হুদায় পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে শিপলু আলীর কাছ থেকে প্রায় দুই মাস আগে পারিবারিক সমস্যার কথা বলে ২৩ হাজার টাকা ধার নেয় প্রতিবেশী শিহাব (২২)। পরে শিপলু আলী টাকা ফেরত চাইলে শিহাব নানা টালবাহানা করতে থাকে।

শিপলু আলী জানান, পাওনা টাকার জেরে গত ৩ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত শিহাব, মৃত আজিবার মণ্ডলের ছেলে আকরাম
(৫৫) ও কামাল (৫০) এবং জিগার মণ্ডলের ছেলে জিয়া (৪০) পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসে। জিয়া তাকে ডাকলে তিনি বাইরে বের হলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ধারালো দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ দিতে চেষ্টা করে। তিনি হাত দিয়ে প্রতিহত করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দা পড়ে যায়।

এ সময় তার মা, বাবা ও স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। এতে তার মায়ের হাত ভেঙে যায়, পায়ে কোপ লাগে এবং স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। হামলাকারীরা পাওনা টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শিপলুর বাবা ইউনুস আলী জানান, তারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ঘটনায় শিপলু আলী বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এবং তা প্রদর্শন করে অভিযুক্তরা এলাকায় ‘উল্লাস’ করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার মহেশপুর থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এজাহার ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজের বাসায় ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা বাগদিরাইট গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে শাওন ও হযরত আলী তার মুখ চেপে ধরে পাশের একটি ঘাসক্ষেতে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে আরও দুজন যোগ দেয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, একই গ্রামের হাফেজুল ইসলামের ছেলে হযরত আলী, তরিকুল ইসলামের ছেলে শাওন এবং দিনুর ছেলে নয়ন পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় ফরিদ হোসেনের ছেলে আমিন ওই ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে রাখে যাতে সে চিৎকার করতে না পারে।
এ ঘটনায় শাওন ও আমিন মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে। ধর্ষণের পর তারা ভিকটিমকে হত্যার হুমকি দেয় এবং ঘটনাটি জানাজানি হলে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

ভুক্তভোগী ওই স্কুলছাত্রী অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বলে, “ওরা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার পরিবারকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল, তাই ভয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু ওরা নিজেরা সেই ভিডিও মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ করছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।”
মামলার বাদী ফাতেমা খাতুন বলেন, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের ভয়ে আমরা প্রথমে চুপ থাকলেও অভিযুক্তরা ভিডিওটি লোকজনকে দেখায়। তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে ইতোমধ্যে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।”

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে

তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভেড়ামারায় ১০ বছরের মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সুপার গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসার ১০ বছর বয়সী এক আবাসিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে ভুক্তভোগী শিশুটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বাসিন্দা ওই শিশুটি প্রায় ৮ মাস আগে ভেড়ামারার চৈতন্য মোড়ে অবস্থিত জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। মাদ্রাসাটির দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ছাত্রী হোস্টেল এবং নিচতলায় সপরিবারে থাকতেন অভিযুক্ত সুপার সাইদুর রহমান। পুরো মাদ্রাসায় তিনিই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক ছিলেন।

গত রোববার মাদ্রাসার ছুটির দিনে শিশুটির মা তাকে নিতে আসলে

বিষয়টি জানাজানি হয়। শুরুতে সুপারের স্ত্রী শিশুটির অসুস্থতার (জ্বর) কথা বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, “ভর্তির সময় এখানে ৪০-৪৫ জন ছাত্রী ছিল, এখন মাত্র ৭ জন আছে। ওরা আমার মেয়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। আমি এই নরপশুর কঠিন বিচার চাই।”

শিশুটির বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “কোরআন শেখার জন্য মেয়েকে মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। এমন সর্বনাশ যেন আর কারো না হয়। এরা পশুর চেয়েও জঘন্য।”

এদিকে অভিযুক্ত সাইদুর রহমান ও তার স্ত্রী বিষয়টি অস্বীকার করলেও স্থানীয়দের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো দায় না থাকলে শিশুটি এমন আশঙ্কাজনকভাবে অসুস্থ হলো কীভাবে?

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযুক্ত সাইদুর রহমানকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ৬ লাখ টাকা নিয়ে উধাও রকেট ডিএসআর, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরে ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ‘রকেট’ কার্যক্রমের এক ডিএসআরের বিরুদ্ধে প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাত করে পলাতক থাকার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের

বাসিন্দা আনিসুর রহমানের ছেলে মো. রেজাউল হক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) পরিচালিত ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ‘রকেট’ কার্যক্রমের মেহেরপুর সদর উপজেলার আওতাধীন ডিএসআর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ওই পদে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

হঠাৎ করে তিনি রকেট কার্যক্রমের প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাত করে পলাতক রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত রেজাউল হক পলাতক থাকায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ায় রাস্তার ঢালাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ার রাস্তার ঢালাইয়ের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসী বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় চলমান রাস্তার ঢালাই কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের আঁধারে ঢালাইয়ের সময় সিমেন্ট কম ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিম্নমানের বালি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে ঢালাই করা রাস্তার কিছু অংশে ইটের খোয়া ভেসে উঠতে দেখা গেছে, যা কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের কারণে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

জানা গেছে, পৌরসভার এডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে নয় লাখ টাকার এ রাস্তার কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে কাজের মান নিয়ে শুরু থেকেই স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এমনও অভিযোগ উঠেছে, ঢালাই কাজে তুলনামূলকভাবে কম সিমেন্ট ব্যবহার করে পরে কিছু জায়গায় সিমেন্টের আবরণ দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, “আমরা এলাকাবাসী মিলে একটি লিখিত অভিযোগ উপজেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তদারকি দেখা যায়নি।”

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, ঢালাই কাজের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। পরে বিষয়টি জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রিদের পর্যাপ্ত সিমেন্ট ব্যবহার করে ভালোভাবে ফিনিশিং করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার জানান, “বিষয়টি তদন্তের জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি কাজের মান খারাপ পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে জ্বালানি বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জ্বালানি তেলের সংকট ও সরবরাহ অনিশ্চয়তার খবরে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন তেল পাম্পে ভিড় বেড়েছে। মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন নিয়ে চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জ্বালানি নিতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলে মাত্র ২০০ টাকার জ্বালানি নেওয়ারও সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫

হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলার নতুনহাট এলাকার মেসার্স নয়ন ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি করছিল। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল ১৫০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার প্রমাণ পান। এ সময় প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জমসেদ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে ভেড়ামারা পৌরসভার একটি স্বনামধন্য তেল পাম্প মেসার্স এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনেও অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারী তাওসিফ জানান, তিনি ৪৫০ টাকার জ্বালানি নিলেও পাম্প কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা রাখে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো সমাধান না পেয়ে তিনি বিষয়টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেন। পরে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাম্প কর্তৃপক্ষ এ সময় তাদের ভুল স্বীকার করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ সময় দফাদার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স মতিয়ার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স সাহার ফিলিং স্টেশন, মিজান ফিলিং স্টেশন এবং এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট যেসব দোকানে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল বিক্রি করা হয়, সেগুলোতেও নজরদারি চালানো হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার বলেন, “নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে জ্বালানি বিক্রির বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে আছি। সঠিক তথ্য ও প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাই।”

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জ্বালানি তেল বিক্রিতে অনিয়ম রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার খোরদেতে নিম্নমানের ইটের রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার খোরদে ইউডিএফ প্রকল্পের আওতায় নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে।আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের খোরদ গ্রামে ইউডিএফ প্রকল্পের অধীনে ৫২৫ ফুট রাস্তা নির্মাণে প্রায় ৮ লাখ টাকার টেন্ডার পায় জাহিদুল এন্টারপ্রাইজ। কাজ শুরুর পর থেকেই নিম্নমানের ইট ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ ও ছবি তুলতে গেলে স্থানীয় দুই সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম চঞ্চল ও শামীম রেজাকে ঠিকাদার জাহিদুল ও তার আত্মীয়স্বজনরা বাধা দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিম্নমানের (২ ও ৩ নম্বর) ইট দিয়ে হেরিংবোন কাজ চলার ছবি তুলতে গেলে ঠিকাদারপক্ষ হুমকি-ধমকি দেয়। একপর্যায়ে স্থানীয় কিছু লোকজনের সহায়তায় সাংবাদিকরা ছবি তুললে ঠিকাদারের আত্মীয়স্বজন এসে তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এমনকি এক সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নিয়ে ছবি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় এবং গায়ে হাত তোলার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানান, ঠিকাদারপক্ষ প্রভাব খাটিয়ে কিছু লোককে নিজেদের পক্ষে নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। ফলে অনেকেই অনিয়ম দেখেও মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না।

ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তাদের তথ্য সংগ্রহে সরাসরি বাধা দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়।

এ বিষয়ে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান (সোহান) বলেন, “দুই নম্বর ইট ব্যবহারের বিষয়টি আমি ফোনে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলেছে ভুল করে চলে এসেছে। যেহেতু টেন্ডারের

মাধ্যমে কাজ হয়েছে, এরপর আর কিছু জানি না।”

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, “ইট পরিবর্তন করার নির্দেশনা দিয়েছি। দ্রুত নিম্নমানের ইটগুলো তুলে নেওয়া হবে।” তবে এলাকাবাসীর দাবি, ইট উঠানোর কথা বলা হলেও সেখান থেকে কোনো ইট সরানো হয়নি। উল্টো রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের ইট ব্যবহার করে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অপচেষ্টা ঢাকতেই এমন অনিয়ম করা হচ্ছে। তারা অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নিম্নমানের কাজ বন্ধ করে সঠিক মান বজায় রেখে রাস্তা নির্মাণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে সরকারি লিজকৃত জমি দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর মৌজায় সরকারি লিজ নেওয়া দেড় শতক জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় লোকনাথপুরের মৃত আক্কাস আলী শাহ’র স্ত্রী সায়রা খাতুনের (৭২) পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, সায়রা খাতুনের পক্ষে মৃত আব্দুল হালিমের ছেলে মিরাজ আলীর স্ত্রী মোছা. হালিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং পি-৮৭০/২৫)। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ২০১২ সালের ৫ জুন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশে ০.০১৫০ একর (দেড় শতক) সরকারি জমি লিজ নেওয়া হয়। এরপর থেকে সেখানে ঘর নির্মাণ করে তারা বসবাস করে আসছেন।

মামলার আরজিতে আরও বলা হয়, লোকনাথপুর মৌজার ১০ নম্বর খতিয়ান, আরএস ৪৩৯৩ দাগভুক্ত ০.১০ একর জমির মধ্যে উক্ত লিজকৃত জমি

অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে দ্বিতীয় পক্ষ হাসিবুর শাহসহ কয়েকজন উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বেআইনিভাবে জমিতে প্রবেশ করে ইটের প্রাচীর নির্মাণ শুরু করে এবং বাড়ির একমাত্র চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পরে টহলরত দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তা খুলে দেন। ভূমি অফিসের কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও এসিল্যান্ডও প্রাচীর নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানা গেছে।

তবে অভিযোগ রয়েছে, প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুনরায় প্রাচীর তুলে জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগে প্রথম পক্ষকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এ ঘটনায় আদালত থেকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারা জারি করা হয়েছে বলে বাদীপক্ষ জানিয়েছেন।

অভিযোগের পর চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের দায়িত্ব দেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশকে।

স্থানীয়রা জানান, সরকারি লিজ নেওয়া জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এক পক্ষ লিজগ্রহীতা হলেও অন্য পক্ষ জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করছে বলে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভুক্তভোগী সায়রা খাতুনের পক্ষে হালিমা খাতুন দাবি করেন, নিয়ম মেনে সরকারের কাছ থেকে জমি লিজ নেওয়া হয়েছে। এখন বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও দখলচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইটের প্রাচীর দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দামুড়হুদার দলকা বিলে বোমা হামলা ও মাছ লুটের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি এবং বিপুল পরিমাণ মাছ লুটের অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দলকা মরাগাংনী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি ওমর আলী (৬৫)। তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় ১০ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনের নামে একটি লিখত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে বার্ষিক ৪৫ লাখ ২৮ হাজার ১২৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করে দলকা বিলে মাছ চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে একদল ব্যক্তি রাতের আঁধারে জোরপূর্বক বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় বিলের পাহারাদাররা বাধা দিলে তাদের মারধর, গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিটে কয়েকজন নামীয় আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জন পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় বোমা, ধারালো রাম দা, চায়না কুড়াল, লোহার পাইপ ও রডসহ বিল এলাকায় উপস্থিত হয়। তারা বিলের ভেতরে চারটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং পাহারাদারদের ধাওয়া দিলে তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

পরে অভিযুক্তরা বিল থেকে প্রায় ৬০ মণ মাছ ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর দাবি, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ১০০ মণ মাছ লুট করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় ওমর আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয়দের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক

প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, বিল নিয়ে একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।